অধ্যায় ২৩: ভুত আর প্রেত

ঈশ্বর সর্বশক্তিমান; কেবলমাত্র তিনিই এই মহাবিশ্বের শাসনকর্তা। ঈশ্বরের সৃষ্টিতে, মানুষকে যন্ত্রণা দিয়ে বেড়ানোর জন্য কোন অশুভ কোনো শক্তির ঘুরে বেড়ানোর কোনো স্থান নেই। তাই যদি হয় তাহলে বাইবেলে যখন ভুত আর মন্দ-আত্মার কথা বলা হয়েছে তার দ্বারা কি বোঝানো হয়েছে?

মূল পাঠ : মার্ক ৫:১-২০

একসময় যীশু তার শিষ্যদের নিয়ে গালীল সাগরের পূর্ব ছিলেন, আর সেখানে তিনি একজন লোকের দেখা পেয়েছিলেন যে কবরে বাস করতো আর পাথর দিয়ে নিজের শরীরকে ভীষণভাবে ক্ষত বিক্ষত করেছিলেন।

১. এই লোকটির সমস্যাগুলো বর্ণনা করতে যেসব শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে, তার একটি তালিকা তৈরি করুন। তার কি হয়েছিলো বলে সে নিজে মনে করতো? তার কি হয়েছে সেই এলাকার লোকেরা কি মনে করতো? তার কি সমস্যা বলে যীশু মনে করেছিলেন, আপনার কি মনে হয়? এই লোকটিকে যদি বর্তমানে যুগের আধুনিক কোন মানসিক হাসপাতালে ভর্তি করা হোতো তাহলে তারা তার চিকিৎসা কি এই একই রকম হত?
২. পবিত্র আত্মায় পরিচালিত হয়ে যে এই সুসমাচার লিখেছেন তিনি এবং প্রভু যীশু নিজে, কেন এই লোকটির মানসিক সমস্যার বিষয়ে ভুত আরে মন্দ আত্মাকে সংশ্লিষ্ট করেছেন?

দিয়াবল, মন্দ আত্মা আর ভুত আসলে কি?

হাজার হাজার বছর ধরে বিভিন্ন দেশের লোক বিশ্বাস করত যে দিয়াবল বা মন্দ-আত্মা মানুষের জীবনে অসুখবিসুখ বা বিপদ-আপদ নিয়ে আসে। আমরা পুরাতন নিয়মের সময়ে দেখতে পাই যে ইসরায়েল জাতির আশে পাশের জাতির লোকেরা অনেক মিথ্যা দেব-দেবতার পূজা করতো যাদের প্রত্যেকের এক একটি বিশেষ শক্তি বা ক্ষমতা ছিলো। তারা মনে করতো যে যদি এই দেবতারা সন্তুষ্ট না থাকে তাহলে কোন কোন দেবতা ঝড়-বৃষ্টি আর ভূমিকম্প আনে, আবার কোন কোন দেবতাকে বিশ্বাস করা হত রোগ-ব্যাধির দেবতা। নতুন নিয়মের সময়ের লোকেরা সচরাচর মনে করতো যে মন্দ আত্মা বা দিয়াবল মানুষের উপর “ভর” করতে পারে আর তার মধ্য দিয়ে নানা রকম অসুখ-বিসুখ আনতে পারে।

পুরাতন নিয়মে মিথ্যা দেবতা বা প্রতিমা বোঝাতে গিয়ে “দিয়াবল” শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। “মন্দ আত্মা” আর “প্রতিমা” শব্দ দুটি পুরাতন নিয়মে একই অর্থ প্রকাশ করতে বিভিন্ন যায়গায় ব্যবহার করা হয়েছে।

> তাদের (ইস্রায়েলিদের) প্রতিমাগুলোকে তারা পূজা করলো আর সেগুলো তাদের ফাঁদ হলো। এমন কি মন্দ আত্মাদের উদ্দেশ্যে তাদের ছেলে ও মেয়েদের তারা বলি দিলো। তারা নির্দোষদের, অর্থাৎ তাদের ছেলে মেয়েদের রক্তপাত করলো। তারা কনানের প্রতিমাগুলোর উদ্দেশ্যে বলি দিলো ... (গীত ১০৬:৩৬-৩৮)।

এই ধরনের ঈশ্বর বা দেব-দেবতাদের কোন অস্তিত্ব বা ক্ষমতা ছিল না। তাদের ক্ষমতা আছে ধরে নিয়ে উপাসনা করা পাপ। কেবলমাত্র ঈশ্বরই সর্ব ক্ষমতার অধিকারী। (দ্বি বি ৩২-১৭ দেখুন) ।

পুরাতন ও নতুন নিয়মে মানসিক বিভিন্ন সমস্যা বা বেদনা বোঝাতে "মন্দ আত্মা" শব্দটি বা তার সমার্থক শব্দ ব্যাবহার করা হয়েছে। যেমন: (১ শমূ ১৬:১৪ পদে দেখানো হয়েছে যে) সদাপ্রভুর কাছ থেকে এক মন্দ বা পীড়াদায়ক আত্মা রাজা শৌলের উপরে আসল।

ভূতকে অনুমান করা হয় মৃত ব্যক্তির বিদেহী আত্মা। বিভিন্ন পুরানো গল্প আর আধুনিক জনপ্রিয় কাহিনীতে ভুত দ্বারা উপস্থাপন করা হয় দিয়াবল, যার সাধারণ ভূমিকা হল ক্ষয়ক্ষতি আর ধ্বংস করে বেড়ানো। আসলে ভূত বলতে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই - এ সব হল বিভিন্ন গল্প-কথা আর কুসংস্কার। বাইবেলে আমাদের শিক্ষা দায় যে মৃত্যুর পরে আমাদের সচেতন কোন অস্তিত্ব থাকে না। আরো দেখুন ১৮ অধ্যায় মৃত্যু।

> জীবিত লোকেরা জানে যে তাদের মরতে হবে, কিন্তু মৃতেরা কিছুই জানে না ... তাদের ভালোবাসা, ঘৃণা, ও হিংসা আগেই শেষ হয়ে গেছে ... (উপদেশক ৯:৫-৬)।

দুর্যোগ আর অসুখ-বিসুখের উৎস

আমরা নতুন নিয়মের সময়ে দেখতে পাই, যে সমস্ত অসুখবিসুখের কোন নির্দিষ্ট কারণ খুঁজে পাওয়া যেতো না, সেগুলো ভুতের কাছ থেকে এসেছে বলে দাবী করা হয়েছে। আরো বিশ্বাস করা হোতো যে অসুস্থ লোকেরা নিশ্চয়ই কোন খারাপ কাজ করার কারনে তাদের শাস্তি পায় (যোহন ৯:১-২)। এখানে আমরা দেখি যে শিষ্যেরা যিশুকে জিজ্ঞাসা করেছিলো যে এই লোকটার অন্ধ হবার কারণ কি - এটা কেন হয়েছে, তার নিজের পাপের জন্য নাকি তার পিতা-মাতার পাপের জন্য? যীশু উত্তরে বলেন, কারো পাপের কারনে লোকটি অন্ধ হয়নি, বরং তাকে সুস্থ করে যীশু যেন ঈশ্বরের গৌরব প্রকাশ করতে পারে সে জন্যই সে অন্ধ হয়েছে।

কোন কোন সময় ঈশ্বর শাস্তি বা শিক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে খারাপ ঘটনা পাঠান, কিন্তু বিশেষ কোন দুর্যোগের জন্য ঈশ্বরের আসলে কি উদ্দেশ্য তা সবসময় পরিষ্কারভাবে বোঝা সম্ভব না। ঈশ্বর বলেন –

> আমিই আলো এবং অন্ধকার সৃষ্টি করি, আমিই মঙ্গল ও সর্বনাশের সৃষ্টি করি। আমি সদাপ্রভু এই সব করে থাকি (যিশা ৪৫: ৭)।

ইয়োব বলেছিলেন যে ঈশ্বর তাকে তার বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে ফেলেছেন, কিন্তু ঈশ্বর কেন এই সব সমস্যা দিয়েছেন তার উত্তর ইয়োবের জানা ছিল না:

> আমরা ঈশ্বরের কাছ থেকে কি কেবল মঙ্গলই গ্রহণ করবো, অমঙ্গল গ্রহণ করবো না? (ইয়োব ২:১০)।

ঈশ্বর যখন তার লোকদের উপরে সমস্যা বা দুর্দশা পাঠান, তিনি তা করেন তাদের দীর্ঘকালীন মঙ্গলের জন্য। ইব্রীয় ১২:৫-৮ পদে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর যাদেরকে ভালোবাসেন তাদেরকে তিনি শাসন করেন, একজন স্নেহশীল বাবা যেমন তার সন্তানদের শাসন করেন, ঠিক সেইভাবে ঈশ্বরও তার লোকদের শাসন করেন। আর দেখুন ৪৯ অধ্যায়: কষ্টভোগ।

কোন ব্যক্তির জীবনে হয়তো সুনির্দিষ্ট ভাবে ঈশ্বর কোন সমস্যা নিয়ে আসতে পারে। এটি হয়তো হতে পারে কোন শাস্তি, অথবা হয়তো ঈশ্বর এর মধ্য দিয়ে সেই ব্যক্তিকে কোন শিক্ষা দিতে চান বা তার বিশ্বাসকে আরো শক্ত করতে চান। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ঈশ্বর কেন একটি দুর্যোগ আনেন তার তা আমদের তিনি জানান না। আমরা এটুকু জেনে নিশ্চিত হতে পারি যে আমাদের জীবনে ভালো মন্দ যাই ঘটুক না কেন, এই সবকিছুর ক্ষমতা কেবল ঈশ্বরেরই আছে। আমরা ভয়ঙ্কর মন্দ কোন ভুত-প্রেতের করুণার পাত্র নই।

আমাদের জীবনে যখন কোন খারাপ কিছু ঘটে, আমারা কি বলতে পারি তা আমাদের শাস্তি নাকি শাসন? লুক ১৩:১-৫ পদ দেখুন।

ভূত ছাড়ানো

আমাদের অসুখ বিসুখ যদি ভুতের কারণেই হয়ে থাকে, তাহলে কেন বেশিরভাগ অসুখ ওষুধ আর চিকিৎসা দ্বারা নিরাময় করা সম্ভব?

বাইবেলে অনেক সময় প্রাচীনকালে ব্যবহৃত ভাষা আর সেই সময়কার প্রচলিত বিশ্বাসের কথা ব্যবহার করা হয়েছে, যদিও কোন কোন সময় এগুলো ভুল ধারণা। যীশুর সময়কার লোকদের মধ্যে ভীষণ ভাবে কুসংস্কার প্রচলিত ছিলো। সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয় মিথ্যা বলে প্রমাণ করতে গেলে তা হতো একটা বিভ্রান্তিকর কাজ। সেই সময়কার এই ধরনের সরল-সোজা আর ভুল ধারনার দুটি উদাহরণ হলো :

- অব্রাহমের কোলে মৃত্যুর পরে জীবন লাভ। (লূক ১৬:১৯-৩১)
- ঈশ্বরের বাসস্থান (স্বর্গ) হলো আকাশে উপরে কোন যায়গায় (যোহন ৬:৩৮; রোমীয় ১০:৬)

সেই সময়ে ভুত-প্রেতের উপরে মানুষের বিশ্বাস ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। যে সমস্ত অসুস্থতার স্পষ্ট কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যেতো না, বিশেষ করে মানসিক কোন রোগ, বাক-শক্তিহীনতা (বোবা হওয়া) বা মৃগীরোগের মতো বিভিন্ন মারাত্মক রোগ ভূত-প্রেত থেকে এসেছে বলে মনে করা হতো (যেমন মথি ৯:৩২-৩৩; ১২:২২; ১৭:১৫-১৮; লূক ১১:১৪)। যীশু যখন বিভিন্ন রোগ থেকে মানুষকে সুস্থ করতেন তিনি ডাক্তারি কোন সংজ্ঞা দেবার জন্য বা লোকদের ভুল বিশ্বাস সংশোধন করবার অপেক্ষা করতেন না। তার মূল লক্ষ্য ছিল মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে দৃঢ় করা আর তাদেরকে ঈশ্বরের রাজ্যে নিয়ে আসা।

“বাহিনীকে” সুস্থ করার কাজটি ছিলো তাকে রক্ষা করার প্রথম পদক্ষেপ। “বাহিনীর” আর তার আশেপাশের সবার জন্য “বাহিনীর” সুস্থতার একটি দেখবার মত প্রমাণ দরকার ছিলো। এখানে যীশু দেখিয়েছিলেন যে অসুস্থতার উপরে তার সম্পূর্ণ ক্ষমতা আছে, এবং বিশ্বাসকে শক্তিশালী ভাবে গড়ে তোলার জন্য যা কিছু দরকার তা করতে তিনি প্রস্তুত। “বাহিনীর” সুস্থতার মধ্য দিয়ে ঐ এলাকার আরো অনেকে পরিত্রাণ পেয়েছিল (মার্ক ৫:২০; ৬:৫৩-৫৬)।

গ্রীকদের রূপকথায় ভূত আর প্রেত

গ্রীক, বাবিল এবং অন্যান্য যে যে জাতিগুলো ইসরায়েল জাতির উপরে প্রভাব ফেলেছিল সেই সব জাতির রূপকথা আর পুরানো কাহিনীতে ভূত-প্রেতকে অতি প্রাকৃতিক মন্দ আত্মা হিসেবে দেখতে পাওয়া যায়। । প্লুটার্ক (Plutarch) নামে গ্রীক একজন দার্শনিক ভূতদেরকে "ঈশ্বরদের দাস-দাসী" ও "প্রতিহিংসা পরায়ণ দস্যু" বলে অভিহিত করেছেন (Oracles in Decline, ৪১৭)। দার্শনিক প্ল্যাটো (Plato) তার শিক্ষায় বলতেন যে ভুত হল মৃত বীর-পুরুষদের আত্মা যারা দেব-দেবতা আর ঈশ্বরদের বার্তাবাহক দূত। নতুন নিয়মের সময়কার যিহূদীরা এই সমস্ত ধারণা দ্বারা ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়েছিলো।

প্রাসঙ্গিক কিছু পদ

ঈশ্বর সমস্ত শক্তির উৎস

দ্বি. বি.৪:২৪,৩৫; যিশা ৪৪:৮; ৪৫:৫-৭

ঈশ্বর চরম দুর্দশা নিয়ে আসেন

যাত্রা ৩২:১৪; ১ রাজা ২১:২১; ২২;২৩; ইয়োব ১:২১; ২:১০;যিশা ৪৫:৭; আমোষ ৩:৬; মীখা ১:১২; ইব্রীয় ১২:৫-৮

ভূত হল কেবল শক্তিহীন কিছু প্রতিমা

দ্বি,বি, ৩২:১৭,২১; ১ করি ৮:৪-৬; ১০:১৯-২১; প্রকা :৯:২০.

অসুখবিসুখ

দ্বি.বি. ২৮:৬০-৬১; মথি ৮:১৬-১৭; যোহন ৯:১-২; ১১:৩-৪; ১ করি ১১:২৯-৩০.

ঈশ্বরের কাছ থেকে আসা অশুচি বা মন্দ আত্মা

বিচার ৯:২৩; ১ শমূ ১৬:১৪-১৬।

আমাদের প্রলোভন আসে আমাদের অন্তর থেকে

আদি ৮:২১; যির ১৭:৯; মথি ১৫:১৮-১৯; যাকোব ১:১৩-১৫

সারাংশ

- পুরাতন নিয়মে, এবং নতুন নিয়মে কোন কোন সময়ে, দেব-দেবতাদের প্রতিমাগুলোকে ভূত বলা হয়েছে।
- ভূত আর মন্দ আত্মাদের কিছু-কিছু রোগের কারণ বলে মনে করা হোতো।
- বাইবেলে অসুস্থতা বোঝাতে সেই সময়কার ভাষা ব্যবহার করা হয়েছে।
- আমাদের দুঃখ-দুর্দশা ঈশ্বরের কাছ থেকে আসে, ভুত-প্রেতদের কাছ থেকে না।
- ভূতের বিশ্বাস হল একটি কুসংস্কার থেকে আসা বিশ্বাস। মৃত্যুর পরে আমাদের কারো কোন সচেতন অস্তিত্ব থাকে না।

চিন্তা উদ্দীপক

১. কোন কোন সময়ে যীশুকে ভূতগ্রস্ত (যেমন: যোহন ৭:২০, ১০:২০-২১) বা দিয়াবলের শক্তির মধ্য দিয়ে কাজ করার (মথি ১২: ২৪) দায়ে অভিযুক্ত করা হয়েছিলো। এ সমস্ত দাবীর উত্তর যীশু কিভাবে দিয়েছিলেন এবং এসব অভিযোগ আমাদের কিসের ইঙ্গিত দেয়?

২. বাইবেলের বর্ণনায় কোন ধরণের রোগ-ব্যাধিগুলোকে সাধারণত ভূত-প্রেত বা মন্দা আত্মার অভিশাপ বলে দেখানো হয়েছে? কেন এই ধরণের রোগগুলোকে আলাদা দৃষ্টিতে দেখানো হয়েছে?
৩. নীচে লেখা বিষয়গুলোর প্রতি আমাদের মনোভাব কেমন হওয়া উচিৎ?
   - ভূত-ছাড়ানো
   - মৃতদের আত্মা বা ভুতদের সাথে যোগাযোগ করা
   - তাস বা জ্যোতিষীদের দিয়ে ভবিষ্যতবাণী করানো
   - বিভিন্ন মাধ্যমে প্রেতাত্মা বা অপদেবতাদের সাথে যোগাযোগ করা

সহায়ক অনুসন্ধান

১. ঈশ্বর কিভাবে দুর্যোগ, রোগ-ব্যাধি আর অন্যান্য বিভিন্ন সমস্যার মধ্য দিয়ে আমাদেরকে তার রাজ্যের জন্য প্রস্তুত করেন?
২. বাইবেলের সময়ে মানুষদের মধ্যে একটা প্রচলিত বিশ্বাস ছিলো কেউ যখন কোন কষ্ট ভোগ করে, সে নিশ্চয়ই তার কোন পাপের জন্য শাস্তি পাচ্ছে, এবং যারা উন্নতি করে আর ভালো থাকে তারা নিশ্চয়ই তাদের ভালো কাজের জন্য পুরষ্কার পাচ্ছে। এই ধরনের মতবাদের বিরুদ্ধে বাইবেলে বিভিন্ন কথা বলা হয়েছে। এই ধারনাগুলোকে খণ্ডন করেন এমন কিছু অংশ বাইবেল থেকে খুঁজে বের করুন।

এই বিষয়ে আরো জানতে চাইলে নিচে উল্লিখিত বই/সূত্রগুলো অনুসন্ধান করুন

- Demons, magic and medicine লেখক Andrew Perry (Willow Publications, কর্তৃক প্রকাশিত, ১৯৯৯)। ২৬৯ পৃষ্ঠা। এই বিষয়ে যিহূদী, গ্রীক এবং অন্যান্য সংস্কৃতির লোকদের বিশ্বাসের বিষয়ে ব্যাপকভাবে লেখা হয়েছে।
- What the Bible teaches লেখক Harry Tennant (The Christadelphian কর্তৃক প্রকাশিত,১৯৮৬)। “Demonds (ভুত)” শিরোনামে ১৭ অধ্যায়। ১০ পৃষ্ঠা ।

আরও দেখুন

৮. ঈশ্বরের আত্মা
১৬. প্রলোভন
২৪. পুরাতন নিয়মে: দিয়াবল এবং শয়তান
২৫. নতুন নিয়মে: দিয়াবল এবং শয়তান
৪৯. কষ্টভোগ